চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণি

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২০-২০২১

ভর্তি নির্দেশিকা

ইউনিট পরিচিতি

A ইউনিট

(বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট
জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট)

B ইউনিট

(কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট)

C ইউনিট

(ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ)

D ইউনিট

(সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগ
শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

A ইউনিট

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২০-২০২১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের A ইউনিটের অন্তর্গত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এসসি (সম্মান)/বি. ফার্ম/বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। ফার্মেসী বিভাগে বি. ফার্ম কোর্স ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী এবং অন্যান্য সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে স্নাতক (সম্মান) কোর্স ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ২৮ ও ২৯ জুন ২০২১ তারিখ (সোমবার ও মঙ্গলবার)

১। বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ/ইনস্টিটিউট/বিষয়	সাধারণ আসন সংখ্যা
বিজ্ঞান অনুষদ	পদার্থবিদ্যা	১১০
	রসায়ন	১১০
	গণিত	১১০
	পরিসংখ্যান	১১০
	ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল	৩০
	ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস	
	ফরেস্ট্রি	৪০
	পরিবেশ বিজ্ঞান	৩৫
জীববিজ্ঞান অনুষদ	প্রাণিবিদ্যা	১০০
	উদ্ভিদবিজ্ঞান	১০০
	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	৪০
	প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান	৪০
	মাইক্রোবায়োলজি	৪০
	মৃত্তিকা বিজ্ঞান	৫০
	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি	৩৫
	মনোবিজ্ঞান	২২
	ফার্মেসী	৩০
ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ	কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	৬৫
	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৫৫

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ/ইনস্টিটিউট/বিষয়	সাধারণ আসন সংখ্যা
মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ	ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস	৪০
	ওশানোগ্রাফি	২৫
	ফিশারিজ	২৫
	মোট	১২১২

২। ভর্তির নূন্যতম যোগ্যতাঃ

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখায় নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ রয়েছে তারা A ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল আবেদনকারী ২০১৮ সালের নিয়মিত জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২০ সালের নিয়মিত জিসিই 'এ' লেভেল (বিজ্ঞান শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা A ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২০ সালের নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল আবেদনকারী বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত/উচ্চতর গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

এছাড়াও আবেদনকারী যে বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগ/ইনস্টিটিউটের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। A ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা :

অনুষদ/ইনস্টিটিউট	বিভাগ/বিষয়	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা
বিজ্ঞান অনুষদ	পদার্থবিদ্যা	পদার্থবিদ্যা ও গণিত উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	রসায়ন	রসায়ন ও গণিত/পদার্থবিদ্যা উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	গণিত	গণিত বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	পরিসংখ্যান		
	ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল	রসায়ন ও গণিত উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X

অনুষদ/ইনস্টিটিউট	বিভাগ/বিষয়/ ইনস্টিটিউট	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা
ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস	ফরেস্ট্রি পরিবেশ বিজ্ঞান	গণিত ও জীববিজ্ঞান উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	চ.বি মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক শারীরিক ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
জীববিজ্ঞান অনুষদ	প্রাণিবিদ্যা	জীববিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	উদ্ভিদবিজ্ঞান	জীববিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	X	X
	প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান	জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	মাইক্রোবায়োলজি	জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	মৃত্তিকা বিজ্ঞান	রসায়ন ও জীববিজ্ঞান বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি	রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
	মনোবিজ্ঞান	X	X
	ফার্মেসী	জীববিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X
ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ	কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	পদার্থবিদ্যা ও গণিত উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.৫০ পেতে হবে।	X
	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	পদার্থবিদ্যা ও গণিত উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.৫০ পেতে হবে।	X
মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ	ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস ওশানোগ্রাফি ফিশারিজ	গণিত ও জীববিজ্ঞান উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	X

৪। A ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার বিষয়, বিষয় ভিত্তিক নম্বর বন্টন ও ন্যূনতম পাশ নম্বরঃ	
পরীক্ষার বিষয়	**নম্বর**
বাংলা	১০
ইংরেজি	১৫
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিজ্ঞান (ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীকে যে কোন ০৩টি বিষয়ে উত্তর দিতে হবে)	২৫×৩=৭৫
মোট নম্বরঃ	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	
নোটঃ ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ন্যূনতম ০৩ নম্বর ও ইংরেজিতে ন্যূনতম ০৪ নম্বর পেতে হবে।	

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ও উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মোট ১২০ নম্বরের মেধাস্কোর তৈরী করা হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০ = ২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঙ) ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

চ) ভর্তি পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ছ) ভর্তি পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

A ইউনিট ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ
বিজ্ঞান অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪২৯৪
মোবাইল নম্বরঃ 01555555135 (বিজ্ঞান অনুষদ), 01555555142 (জীববিজ্ঞান অনুষদ),
01555555156 (ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ), 01555555157 (মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ)

হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত)
আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪২৫৫, E-mail: admission@cu.ac.bd
মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141, টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : 01556570077

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

B ইউনিট

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২০-২০২১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। স্নাতক (সম্মান) কোর্স কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ (সম্মান) কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার মানবিক/মিউজিক/সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড)/গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা, বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখা ও ব্যবসায় শিক্ষা/সমমান শাখাসহ সকল শাখার আবেদনকারীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ২২ ও ২৩ জুন ২০২১ তারিখ (মঙ্গলবার ও বুধবার)

১। বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ/ইনস্টিটিউট	আসন সংখ্যা		
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ	বাংলা			১১০
	ইংরেজি			১১০
	ইতিহাস			১২০
	দর্শন			১২০
	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি			১২০
	আরবি	১১৮টি- আলিম/দাখিল (৩নং ক্রমিকের শর্তানুযায়ী)	২ অন্যান্য	১২০
	ইসলামিক স্টাডিজ	১১৫টি -আলিম/দাখিল (৩নং ক্রমিকের শর্তানুযায়ী)	৫ অন্যান্য	১২০
	আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট Language & Linguistics			৪১
	ফারসি ভাষা ও সাহিত্য			৫০
	পালি	৮০টি - বৌদ্ধ ধর্ম (৩নং ক্রমিকের শর্তানুযায়ী)	৫ অন্যান্য	৮৫
	সংস্কৃত	৬৫টি-হিন্দু ধর্ম (৩নং ক্রমিকের শর্তানুযায়ী)	৫ অন্যান্য	৭০
	আইইআর (বি.এড) (মানবিক/গার্হস্থ্য অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞান শাখা ৪০টি, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ৪০ টি এবং বিজ্ঞান শাখা ২৫টি)			১০৫
	বাংলাদেশ স্টাডিজ			৫০
			মোট=	১২২১

২। ভর্তির নূন্যতম যোগ্যতাঃ
যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখায় নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা B ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।
অথবা
যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের মানবিক/সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/মিউজিক/গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখায় নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ রয়েছে তারা B ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।
অথবা
যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের ব্যবসায় শিক্ষা/ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা/সমমান শাখায় নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা B ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।
অথবা
যে সকল আবেদনকারী ২০১৮ সালের নিয়মিত জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২০ সালের নিয়মিত জিসিই 'এ' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা B ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২০ সালের নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল আবেদনকারী বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত/উচ্চতর গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Accounting/Higher Accounting বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ আবেদনকারীর গ্রুপকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
এছাড়াও আবেদনকারী যে বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগ/ইনস্টিটিউটের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ				
অনুষদ	বিভাগ/ইনস্টিটিউট	মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যে বিষয়সমূহ থাকতে হবে।	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত ন্যূনতম নম্বর	অতিরিক্ত যোগ্যতা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ	বাংলা	--	বাংলা-১৮, ইংরেজি-৯ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--
	ইংরেজি	--	বাংলা/ ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজি-২০ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--
	ইতিহাস, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ স্টাডিজ	--	বাংলা/ ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-০৯ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--
	আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ	দাখিল পরীক্ষায় আরবি বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আলিম/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরবি/ইসলামী শিক্ষা/বাংলা/ইংরেজি বিষয়ে উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে এবং সাধারণ আসনে উত্তীর্ণ আবেদনকারীরাও অংশ গ্রহণ করতে পারবে।	বাংলা-০৮ /ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-০৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১০ নম্বর পেতে হবে।	আরবি বিভাগের মোট আসনের ১১৮টি দাখিল ও আলিম পাস থেকে এবং ০২টি আসনে আবেদনকারী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মোট আসনের ১১৫টি দাখিল ও আলিম পাস থেকে এবং ৫টি আসনে আবেদনকারী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। তবে, আসন শূন্য থাকলে মেধা ভিত্তিতে যে কোন শাখা থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।
	পালি	মাধ্যমিক পরীক্ষায় বৌদ্ধ ধর্ম ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পালি বিষয় অথবা আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে এবং সাধারণ আসনে উত্তীর্ণ আবেদনকারীরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে।	বাংলা-০৮ /ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-০৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১০ নম্বর পেতে হবে।	পালি বিভাগের মোট আসনের ৮০টি মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বৌদ্ধ ধর্ম পাস থেকে এবং ৫টি আসনে আবেদনকারী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। তবে, আসন শূন্য থাকলে মেধা ভিত্তিতে যে কোন শাখা থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।

অনুষদ	বিভাগ/ইনস্টিটিউট	মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যে বিষয়সমূহ থাকতে হবে।	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত ন্যূনতম নম্বর	অতিরিক্ত যোগ্যতা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ	সংস্কৃত	মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিন্দু ধর্ম ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সংস্কৃত বিষয় অথবা আদ্য ও মধ্য (সংস্কৃত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে এবং সাধারণ আসনে উত্তীর্ণ আবেদনকারীরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে।	বাংলা-০৮ /ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে -০৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১০ নম্বর পেতে হবে।	সংস্কৃত বিভাগের মোট আসনের ৬৫টি মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিন্দু ধর্ম পাস থেকে এবং ৫টি আসনে আবেদনকারী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। তবে, আসন শূন্য থাকলে মেধা ভিত্তিতে যে কোন শাখা থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।
	আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট	--	বাংলা-১০ /ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-১৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--
	ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (আইইআর)	১. উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মানবিক/ সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/মিউজিক/ গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা হতে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারাই আই.ই.আর.-এ মানবিক/ গার্হস্থ্য অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবে। ২. উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা বিজ্ঞান/ সমমান শাখা হতে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারাই আই.ই.আর.-এ বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পর্যায়ে জীব বিজ্ঞান/গণিত পাঠ্য বিষয় হিসেবে থাকতে হবে। ৩. উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা ব্যবসায় শিক্ষা/ সমমান শাখা হতে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারাই আই.ই.আর-এ ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তি হতে পারবে।	বাংলা-১০ /ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-০৯ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--

৪। B ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ	
বিষয়	নম্বর
বাংলা/ঐচ্ছিক ইংরেজি*	৩৫
ইংরেজি	৩৫
সাধারণ জ্ঞান	৩০
মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	

*উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে উত্তর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে পাশ নম্বর ১০।

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ও উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মোট ১২০ নম্বরের মেধাস্কোর তৈরী করা হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০ = ২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায়/ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঙ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

B ইউনিট ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: 8871
মোবাইল নম্বরঃ 01555555136; E-mail: cu.fac.arts@gmail.com

হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত)
আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: 8255
E-mail: admission@cu.ac.bd
মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141
টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : 01556570077

B1 উপ-ইউনিট

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত B1 উপ-ইউনিটের আওতায় নিম্নোক্ত বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ/বি.এফ.এ (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। স্নাতক (সম্মান) কোর্স কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত এ সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

B1 উপ-ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত এ সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ (সম্মান) কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার মানবিক/মিউজিক/সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা, বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখা ও ব্যবসায় শিক্ষা/সমমান শাখাসহ সকল শাখার আবেদনকারীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

B ইউনিটভুক্ত নাট্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট ও সংগীত বিভাগে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের B1 উপ-ইউনিটে আবেদন করতে হবে। B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এ সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ২০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা (সাধারণ ও কোটার আসনে) প্রযোজ্য হবে।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ০১ জুলাই ২০২১ তারিখ (বৃহস্পতিবার) সময়ঃ সকাল ৯:৪৫ টা

১। বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতীত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ/ইনস্টিটিউট	আসন সংখ্যা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ B1 উপ-ইউনিট	নাট্যকলা (ছাত্র -১৮ ও ছাত্রী -১৭)	৩৫
	চারুকলা ইনস্টিটিউট	৬০
	সংগীত	৩০
	মোট	১২৫

বিঃ দ্রঃ নাট্যকলা বিভাগে ১৮টি আসনে ছাত্র এবং ১৭টি আসনে ছাত্রী ভর্তি করা হবে; তবে ছাত্র/ছাত্রীর অনুপাতের তারতম্য হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের আসন ছাত্রী দ্বারা এবং ছাত্রীর আসন ছাত্র দ্বারা মেধাক্রমানুসারে পুরণ করা যাবে।

২। **ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ**

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখায় নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের মানবিক/সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/মিউজিক/গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখায় নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ রয়েছে তারা B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা
যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের ব্যবসায় শিক্ষা/ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা/সমমান শাখায় নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।
অথবা
যে সকল আবেদনকারী ২০১৮ সালের নিয়মিত জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২০ সালের নিয়মিত জিসিই 'এ' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২০ সালের নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল আবেদনকারী বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত/ উচ্চতর গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Accounting/Higher Accounting বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ আবেদনকারীর গ্রুপকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
এছাড়াও আবেদনকারী যে বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগ/ইনস্টিটিউটের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। B1 উপ-ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

অনুষদ	বিভাগ/ইনস্টিটিউট	মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যে বিষয়সমূহ থাকতে হবে।	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত ন্যূনতম নম্বর	অতিরিক্ত যোগ্যতা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ B1 উপ-ইউনিট	নাট্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট ও সংগীত বিভাগ	---	বাংলা -০৮ /ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-০৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১০ নম্বর পেতে হবে।	নাট্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট ও সংগীত বিভাগে (সাধারণ ও কোটার আসনে) ভর্তিচ্ছু ও (MCQ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আবেদনকারী পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশের পর অপশন প্রদানের ভিত্তিতে ২০ নম্বরের অতিরিক্ত একটি ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হবে (পাশ নম্বর ৮)। লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী পরীক্ষার্থীদের ফলাফল চূড়ান্ত করা হবে।

বি:দ্র: ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য আবেদনকারীকে রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর অতিরিক্ত ১০০/-টাকার অগ্রণী ব্যাংক এর যে কোন শাখা কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ কার্যালয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার দিন জমা দিতে হবে।

৪। B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ	
বিষয়	নম্বর
বাংলা/ঐচ্ছিক ইংরেজি*	৩৫
ইংরেজি	৩৫
সাধারণ জ্ঞান	৩০
মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	

*উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে উত্তর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে পাশ নম্বর ১০।

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০ = ২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে মোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৪০ (একশত চল্লিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায়/ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঙ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

B1 উপ-ইউনিট ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪৪৭১ মোবাইল নম্বরঃ 01555555136; E-mail: cu.fac.arts@gmail.com
হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত) আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪২৫৫ E-mail: admission@cu.ac.bd মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141 **টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.)** : 01556570077

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

C ইউনিট

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২০-২০২১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের C ইউনিটের অন্তর্গত ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। বিবিএ প্রোগ্রাম ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ৩০ জুন ২০২১ তারিখ (বুধবার)

১। বিভিন্ন বিভাগে প্রথম বর্ষ বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	সাধারণ আসন সংখ্যা
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ	একাউন্টিং বিভাগ	৮৭
	ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	৬৫
	ফাইন্যান্স বিভাগ	৯৫
	মার্কেটিং বিভাগ	৭৭
	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	৫০
	ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ	৬৭
	মোট	৪৪১

২। ভর্তির নূন্যতম যোগ্যতাঃ

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা C ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল আবেদনকারী ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের Accounting/Higher Accounting সহ নিয়মিত ডিপ্লোমা ইন কমার্স/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা C ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল আবেদনকারী ২০১৮ সালের নিয়মিত জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২০ সালের নিয়মিত জিসিই 'এ' লেভেল (বাণিজ্য শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা C ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

এছাড়াও আবেদনকারী যে বিভাগে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। C ইউনিটের অন্তর্গত ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা :

অনুষদ	বিভাগ	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ	একাউন্টিং বিভাগ	--	--	ইংরেজি-৮ হিসাব বিজ্ঞান-১২ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২
	ম্যানেজমেন্ট বিভাগ		--	ইংরেজি-৮ হিসাব বিজ্ঞান-১২ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২
	ফাইন্যান্স বিভাগ		--	ইংরেজি-৮ হিসাব বিজ্ঞান-১২ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২
	মার্কেটিং বিভাগ		--	ইংরেজি-৮ হিসাব বিজ্ঞান-১২ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২
	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ		--	ইংরেজি-৮ হিসাব বিজ্ঞান-১২ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২
	ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ		--	ইংরেজি-৮ হিসাব বিজ্ঞান-১২ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২

৪। C ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ

বিষয়	নম্বর
ইংরেজি	৩০
হিসাব বিজ্ঞান	৩৫
ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ (কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং ও বীমা)	৩৫
মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ও উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মোট ১২০ নম্বরের মেধাস্কোর তৈরী করা হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০ = ২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

C ইউনিট ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪২৯৩ মোবাইল নম্বরঃ 01555555137
হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত) আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪২৫৫ E-mail: admission@cu.ac.bd মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141 **টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.)** : 01556570077

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

D ইউনিট

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২০-২০২১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের D ইউনিটের অন্তর্গত সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ, আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ (উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান/মানবিক শাখা) এবং জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগে (উচ্চ মাধ্যমিকে মানবিক শাখা) ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এস.এস (সম্মান)/এলএলবি (সম্মান)/বিবিএ প্রোগ্রাম/বি.এসসি (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। উক্ত ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন অনুষদের অধীন সকল বিভাগে স্নাতক (সম্মান) কোর্স ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ২৪ ও ২৫ জুন ২০২১ তারিখ (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার)

১। বিভিন্ন বিভাগে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	সাধারণ আসন সংখ্যা
সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ	**অর্থনীতি বিভাগ**	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৪০
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৬৬
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬
	রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৫৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৫৩
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬
	সমাজতত্ত্ব বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৫৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৫৩
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬
	লোকপ্রশাসন বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৫৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৫৩
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬
	নৃবিজ্ঞান বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৩৪
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৩৪
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	১৭

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	সাধারণ আসন সংখ্যা
সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ	**আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ**	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৩৪
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৩৪
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	১৭
	যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	২৪
	বিজ্ঞান গ্রুপ	২৪
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	১২
	ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	১২
	বিজ্ঞান গ্রুপ	১২
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	০৬
	ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	১২
	বিজ্ঞান গ্রুপ	১২
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	০৬
আইন অনুষদ	আইন বিভাগ	১১৫
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ	**একাউন্টিং বিভাগ**	
	বিজ্ঞান গ্রুপ	২০
	মানবিক গ্রুপ	০৩
	ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৪০
	মানবিক গ্রুপ	০৫
	ফাইন্যান্স বিভাগ	
	বিজ্ঞান গ্রুপ	১০
	মানবিক গ্রুপ	০৫
	মার্কেটিং বিভাগ	
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৩০
	মানবিক গ্রুপ	০৩

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৪৭
	মানবিক গ্রুপ	০৩
	ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ	
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৩০
	মানবিক গ্রুপ	০৩
জীববিজ্ঞান অনুষদ (শুধুমাত্র মানবিক শাখার জন্য)	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	১০
	মনোবিজ্ঞান	১৮
	মোটঃ	১১৬০

বিঃ দ্রঃ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত বিভাগসমূহে কোন গ্রুপের আসন খালি থাকলে অন্য গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা মেধাক্রমানুসারে খালি আসন পূরণ করা যাবে।

২। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় যে কোন শাখায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা D ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। **তবে নিম্নে উল্লিখিত অনুষদ ভিত্তিক ন্যূনতম যোগ্যতাও প্রযোজ্য হবে।**

২.১। যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান/মানবিক বা মিউজিক বা সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/ব্যবসায় শিক্ষা/ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা/গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখায় নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.২। যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের যে কোন শাখায় নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ রয়েছে তারা আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.৩। যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান/মানবিক বা মিউজিক বা সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) শাখায় নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে (বিজ্ঞান ও মানবিক গ্রুপের আসনের জন্য) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অবশ্যই গণিত বিষয় থাকতে হবে।

মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অবশ্যই অর্থনীতি বিষয় থাকতে হবে।

অথবা যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের Accounting/Higher Accounting ব্যতিত নিয়মিত ডিপ্লোমা ইন কমার্স /ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৮.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে (বিজ্ঞান ও মানবিক গ্রুপের আসনের জন্য) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।
২.৪। যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের মানবিক বা মিউজিক বা সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) শাখায় নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগে (মানবিক গ্রুপের আসনের জন্য) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।
২.৫। (i) যে সকল আবেদনকারী ২০১৮ সালের নিয়মিত জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২০ সালের নিয়মিত জিসিই 'এ' লেভেল (বিজ্ঞান/বাণিজ্য শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা D ইউনিটের অন্তর্গত সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ ও আইন বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। (ii) যে সকল আবেদনকারী ২০১৮ সালের নিয়মিত জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২০ সালের নিয়মিত জিসিই 'এ' লেভেল (বিজ্ঞান শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা D ইউনিটের অন্তর্গত ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে (বিজ্ঞান গ্রুপের আসনের জন্য) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২০ সালের নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল আবেদনকারী বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত/উচ্চতর গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Accounting/Higher Accounting বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ আবেদনকারীর গ্রুপকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
এছাড়াও আবেদনকারী যে বিভাগে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। D ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন অনুষদভুক্ত বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

অনুষদ	বিভাগ	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)
সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ	অর্থনীতি	--	অর্থনীতি/গণিত বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ২.০০	বাংলা -১০ ইংরেজি-১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৮
	রাজনীতি বিজ্ঞান		--	বাংলা -১০ ইংরেজি-১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৮
	সমাজতত্ত্ব		--	বাংলা -১০ ইংরেজি-১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৮
	লোকপ্রশাসন		--	বাংলা -১০ ইংরেজি-১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৮
	নৃবিজ্ঞান		--	বাংলা -১০ ইংরেজি-১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৮
	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	--	--	বাংলা -১০ ইংরেজি-১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৮
	যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা		--	বাংলা -১০ ইংরেজি-১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৮
	ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ		--	বাংলা -১০ ইংরেজি-১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৮
	ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স		--	বাংলা -১০ ইংরেজি-১০ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৮ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৮

অনুষদ	বিভাগ	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)
আইন অনুষদ	আইন বিভাগ	মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	বাংলা -১০ ইংরেজি-১৫ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৮
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ	একাউন্টিং		বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অবশ্যই যথাক্রমে গণিত ও অর্থনীতি বিষয় থাকতে হবে।	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ গণিত/অর্থনীতি-৮
	ম্যানেজমেন্ট			বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ গণিত/অর্থনীতি-৮
	ফাইন্যান্স			বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ গণিত/অর্থনীতি-৮
	মার্কেটিং			বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ গণিত/অর্থনীতি-৮
	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট			বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ গণিত/অর্থনীতি-৮
	ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স			বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ গণিত/অর্থনীতি-৮
বি:দ্র: উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান গ্রুপের আবেদনকারীদের অবশ্যই গণিত বিষয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের মানবিক গ্রুপের আবেদনকারীদের অবশ্যই অর্থনীতি বিষয় উত্তর দিতে হবে।				
জীববিজ্ঞান অনুষদ	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	ভূগোল বিষয়সহ মানবিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	ভূগোল বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	মনোবিজ্ঞান	মনোবিজ্ঞান বিষয়সহ মানবিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	মনোবিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭

৪। D ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ	
বিষয়	নম্বর
বাংলা/ঐচ্ছিক ইংরেজি*	৩০
ইংরেজি	৩০
বিশ্লেষণ দক্ষতা	২০
সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি	২০
মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	

*উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে উত্তর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে আইন এবং সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে পাশ নম্বর ১০ ও অন্যান্য বিভাগে পাশ নম্বর ৮।

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদূর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদূর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ও উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মোট ১২০ নম্বরের মেধাস্কোর তৈরী করা হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০= ২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় বিশ্লেষণ দক্ষতা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায়/ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

D ইউনিট ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪৩৯৮
মোবাইল নম্বরঃ 01555555138 (সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ), 01555555139 (আইন অনুষদ),
01555555137 (ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ), 01555555142 (জীববিজ্ঞান অনুষদ)।

হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত)
আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪২৫৫
E-mail: admission@cu.ac.bd, মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141
টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : 01556570077

D1 উপ-ইউনিট

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের D ইউনিটের অন্তর্গত শিক্ষা অনুষদভুক্ত D1 উপ-ইউনিটের আওতায় ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে বিপিই (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। এ বিভাগে স্নাতক (সম্মান) কোর্স ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

D ইউনিটভুক্ত শিক্ষা অনুষদের অধীন ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের D1 উপ-ইউনিটে আবেদন করতে হবে। D1 উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এ বিভাগে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ৩০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা (সাধারণ ও কোটার আসনে) প্রযোজ্য হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য আবেদনকারীকে রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর অতিরিক্ত ১০০/- (একশত) টাকার অগ্রণী ব্যাংক এর যে কোন শাখা কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ কার্যালয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার দিন জমা দিতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ০১ জুলাই ২০২১ তারিখ (বৃহস্পতিবার) সময়ঃ বেলা ২:১৫ টা

১। এ বিভাগে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	সাধারণ আসন সংখ্যা
শিক্ষা অনুষদ (D1 উপ-ইউনিট)	ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ	৩০

২। **ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ**

২.১। যে সকল আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০২০ সালের নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় যে কোন শাখায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ রয়েছে তারা শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে (D1 উপ-ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.২। যে সকল আবেদনকারী ২০১৮ সালের নিয়মিত জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০২০ সালের নিয়মিত জিসিই 'এ' লেভেল (বিজ্ঞান/ বাণিজ্য শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা D ইউনিটের অন্তর্গত শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে (D1 উপ-ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২০ সালের নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল আবেদনকারী বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত/উচ্চতর গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Accounting/Higher Accounting বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ আবেদনকারীর গ্রুপকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

এছাড়াও আবেদনকারী যে বিভাগে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। D1 উপ-ইউনিটের অন্তর্গত শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা :

অনুষদ	বিভাগ	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)
শিক্ষা অনুষদ D1 উপ-ইউনিট	ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ	--	--	বাংলা/ঐচ্ছিক ইংরেজি -৮ ইংরেজি-৭ সাধারণ জ্ঞান-৮ ব্যবহারিক পরীক্ষা: ফিল্ড টেস্ট- ১২ খেলাধুলার সনদ-২

৪। D1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বণ্টনঃ

বিষয়		নম্বর
বাংলা/ঐচ্ছিক ইংরেজি*		৩৫
ইংরেজি		৩০
সাধারণ জ্ঞান		৩৫
মোট		১০০
পাশ নম্বরঃ ৩৫		
শুধুমাত্র বিকেএসপি ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বরঃ ৩০		
ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা (সাধারণ ও কোটার আসনে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের অবশ্যই ব্যবহারিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে।)	ফিল্ড টেস্ট	২০
	খেলাধুলার সনদ	১০

*উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে উত্তর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে পাশ নম্বর-৮।

Sadar Uddin/I:Drive All doc. admission 2020-21

৫। মেধাস্কোর ও মেধাক্রমঃ

ভর্তি পরীক্ষায় (MCQ) মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ এবং কোটার আসনে ৩৫ **(শুধুমাত্র বিকেএসপি ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বরঃ ৩০)** ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০+১০ = ২০ (বিশ) নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে মোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ৩০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করা হবে।

মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায়/ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

D1 উপ-ইউনিট ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪৩৯৮
মোবাইল নম্বরঃ 01555555138 **(সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ)**, 01555555139 **(আইন অনুষদ)**,
01555555165 **(শিক্ষা অনুষদ)**, 01555555137 **(ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ)**, 01555555142 **(জীববিজ্ঞান অনুষদ)**।

হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ০৯:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত)
আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৪২৫৫
E-mail: admission@cu.ac.bd
মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141
টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : 01556570077

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ওয়েবসাইট : (https://admission.cu.ac.bd)

২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তির নিয়মাবলীঃ

১.	এক ঘন্টা ব্যাপী একশত নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা MCQ পদ্ধতিতে নেয়া হবে। তবে নাট্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, সংগীত এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা MCQ এবং ব্যবহারিক উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে নেয়া হবে।
২.	ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ও উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মোট ১২০ নম্বরের মেধাস্কোর তৈরী করা হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ **১০+১০ = ২০ (বিশ)** নম্বর ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে (৪র্থ বিষয়সহ) **২ দিয়ে গুণ করে** ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রকাশ করা হবে। তবে B1 উপ-ইউনিটের ক্ষেত্রে একই নিয়মে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ (৪র্থ বিষয়সহ)-এর নম্বর যোগ করে মোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৪০ (একশত চল্লিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করা হবে। **D1 উপ ইউনিটের-ক্ষেত্রে** ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ এবং কোটার আসনে ৩৫ **(শুধুমাত্র বিকেএসপি ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বরঃ ৩০)** ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে একই নিয়মে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ (৪র্থ বিষয়সহ)-এর নম্বর যোগ করে মোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ৩০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করা হবে।
৩.	প্রশ্নপত্র (ইংরেজি বিষয় ছাড়া) সাধারণত বাংলায় প্রণীত হবে। তবে কোন ইউনিটে ইংরেজি মাধ্যমের ভর্তিচ্ছু আবেদনকারী থাকলে তাদের জন্য সেই ইউনিটে বাংলায় প্রণীত প্রশ্নপত্রের ইংরেজি অনূদিত প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে।
৪.	কোন আবেদনকারী ইংরেজী মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে চাইলে স্ব স্ব ইউনিট/উপ-ইউনিটে আবেদন করার সময় তা সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। GCE O/A লেভেলের আবেদনকারীদেরকে ইংরেজী মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে চাইলে স্ব স্ব ইউনিট/উপ-ইউনিটে আবেদন করার সময় তা সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে।
৫.	ভর্তিচ্ছু সকল আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কিত সকল তথ্য নিজ দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস থেকে অথবা চ.বি. ভর্তির ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। চিঠির মাধ্যমে কোন আবেদনকারীকে কিছু জানানো হবে না।
৬.	ভর্তি পরীক্ষার সিট প্ল্যান স্ব স্ব ইউনিট অফিসের নোটিশ বোর্ডে এবং চ.বি. ভর্তির ওয়েবসাইটে প্রচার করা হবে। আবেদনকারীকে নিজ দায়িত্বে নির্ধারিত কক্ষ নম্বর ও আসন সম্পর্কিত তথ্য জেনে নিয়ে পরীক্ষার দিন নির্দিষ্ট কক্ষ ও আসনে বসে পরীক্ষা দিতে হবে।

৭.	ভর্তি পরীক্ষার ৪৮ ঘন্টা পূর্বে থেকে বিস্তারিত আসন বিন্যাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে হতে দেখা যাবে। এছাড়া আবেদনকারীকে প্রবেশপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএমএস এর মাধ্যমে নিজ নিজ আসন বিন্যাস জানিয়ে দেয়া হবে।
৮.	ভর্তি পরীক্ষার সময় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, A লেভেলের Statement of Entry এর মূলকপি এবং ডাউনলোডকৃত দুই কপি প্রবেশপত্র পরীক্ষার হলে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে।
৯.	ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবে। উত্তরপত্রের বৃত্তগুলো শুধুমাত্র কালো কালির বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে, যাতে বৃত্তের লেখাগুলো দেখা না যায়। অন্য কালি দিয়ে বৃত্ত ভরাট করা বা লেখা যাবে না। প্রতি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তরপত্রের সাথে প্রশ্নপত্রও জমা নেয়া হবে। কোন পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষার হলের বাইরে কোন অবস্থাতেই যেতে দেয়া হবে না।
১০.	ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। তাই এটি ভাঁজ করা বা ট্যাপল করা বা এর সাথে কিছু যুক্ত করা বা এতে কোন অবাঞ্ছিত দাগ দেয়া যাবে না।
১১.	উত্তরপত্রে Roll No. ও Applicant No. না লিখলে বা ভুল লিখলে বা ঘষামাজা করলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
১২.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে সকল ইউনিট/উপ-ইউনিটের ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে FX-100 বা এর নিচে সাধারণ মানের (মেমরী অপশন/সীম ব্যতিত) ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীর মোবাইল ফোন, Calculator with Memory Option, Electronic Device সম্বলিত ঘড়ি ও কলম বা যে কোন ধরনের Device সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। পরীক্ষার হলে কোন পরীক্ষার্থীর কাছে এরূপ যে কোন প্রকার ডিভাইস পাওয়া গেলে, পরীক্ষার্থী ব্যবহার করুক বা না করুক সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করা হবে।
১৩.	কোন আবেদনকারী অন্যের ছবি/নম্বরপত্র ব্যবহার করলে অথবা অন্য যেকোন অসদুপায় অবলম্বন করলে তার পরীক্ষা বাতিল এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৪.	প্রক্সির মাধ্যমে কেউ ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলে তার ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং তাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোর্পদ করা হবে।
১৫.	ভর্তি প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায়ে এমনকি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও ভর্তির জন্য প্রদত্ত তথ্যাদিতে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে অথবা যদি দেখা যায় যে, আবেদনকারীর ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, তাহলে আবেদনকারীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি এবং/অথবা ভর্তি পরীক্ষা এবং/অথবা বিভাগ/বিষয়/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন বাতিল হবে।
১৬.	মেধাস্কোরের ভিত্তিতে নির্ণীত মেধাক্রম অনুযায়ী উত্তীর্ণ আবেদনকারী পরীক্ষার্থীদের মেধা তালিকা ও ফলাফল ভর্তি পরীক্ষার পরে যথোপযুক্ত দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
১৭.	মেধা তালিকা প্রকাশের পর নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অনলাইনে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট পছন্দক্রমঃ (Choice List) এবং Student Information Form (SIF) পূরণ করতে হবে। বিভাগ পছন্দের ক্ষেত্রে অনলাইনে যে বিভাগগুলো প্রদর্শিত হবে সেখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী ক্রমানুসারে সতর্কতার সহিত উল্লেখ করতে হবে এবং অনলাইনে প্রদর্শিত সব কয়টি বিভাগই পছন্দের তালিকায় থাকতে হবে। পরবর্তীতে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট Choice এবং ভর্তি পরীক্ষার মেধাক্রম ও ভর্তির যোগ্যতা অনুসারে

	বিভাগ বন্টনের তথ্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটের নোটিশ বোর্ডে দেয়া হবে। উক্ত তথ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটেও দেখা যাবে। এ ছাড়া ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীকে তার জন্য নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী SSC এবং HSC এর মূল নম্বরফর্দসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে উপস্থিত হতে হবে। চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য মনোনীত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে SSC এবং HSC এর মূল নম্বরফর্দ জমা রাখা হবে। (সকল কাগজপত্র/ডকুমেন্ট-এর ১ সেট ফটোকপি ও মূলকপি সঙ্গে রাখতে হবে)
১৮.	ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীকে ভর্তি ফরমের সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সর্বশেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রশংসাপত্র জমা দিতে হবে।
১৯.	ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে আকস্মিক কোন সমস্যা দেখা দিলে তা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
২০.	ভর্তি সংক্রান্ত যে কোন নিয়ম-নীতি পরিবর্তন, সংশোধন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
২১.	**কোটায় ভর্তির নিয়মাবলীঃ**
	এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে সাধারণ আসন ছাড়াও নিম্নোক্ত কোটায় ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হবে। সাধারণ আসনে আবেদনকারীর ভর্তির যে যোগ্যতা নির্ধারিত আছে, কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের একই যোগ্যতা থাকতে হবে (তবে প্রতিবন্ধী কোটায় মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমান পরীক্ষার জিপিএ শিথিলযোগ্য)। এছাড়াও নিম্নে যে কোটার জন্য যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাদের সে শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা ছাড়া অন্যান্য সকল কোটায় আবেদনকারীদের মধ্যে যারা ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩৫ নম্বর পাবে তাদেরকে উত্তীর্ণ হিসেবে গন্য করা হবে। **তবে D1 উপ-ইউনিটে শুধুমাত্র বিকেএসপি ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বর ৩০।** এক্ষেত্রে বিষয় ভিত্তিক পাশের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বরের সাথে উপরোক্ত ২নং ক্রমিকে উল্লিখিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক আবেদনকারীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ (৪র্থ বিষয়সহ)-কে ২ দিয়ে গুণ করে ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে। B1 উপ-ইউনিটের ক্ষেত্রে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের একই নিয়মে ১২০ নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৪০ নম্বরে এবং D1 উপ-ইউনিটের ক্ষেত্রে ৩৫ (**শুধুমাত্র বিকেএসপি ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বর ৩০)** ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের একই নিয়মে ১২০ নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ৩০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে। ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন আবেদনকারীরা সকল অনুষদের অন্তর্গত বিভাগ/ইনস্টিটিউটে মুক্তিযোদ্ধা, নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি), অ-উপজাতি, ওয়ার্ড, বিকেএসপি এবং দলিত জনগোষ্ঠী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির জন্য অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত গণিত/পরিসংখ্যান বিভাগে এবং কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও আইন অনুষদের অন্তর্গত বিভাগে

শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। শিক্ষা অনুষদের অন্তর্গত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে।

(ক) **মুক্তিযোদ্ধা কোটাঃ** (FFQ1/ FFQ2)

এ কোটায় ভর্তির বেলায় মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র/কন্যা এবং পুত্র/কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র/কন্যাদের ভর্তি করা হবে। **মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র/কন্যা FFQ1 এবং মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যার পুত্র/কন্যা (নাতি/নাতনি) FFQ2 হিসেবে গন্য হবে।** এ কোটায় উত্তীর্ণদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যা এবং পুত্র/কন্যার পুত্র/কন্যাদের (নাতি/নাতনি) আলাদাভাবে মেধা তালিকা তৈরী করা হবে। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি/নাতিনীকে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে।

এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদেরকে তাদের পিতা-মাতা/দাদা-দাদী/নানা-নানী মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রমাণ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী স্বাক্ষরিত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র অথবা ১৯৯৭ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অধীনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদপত্র গ্রহণযোগ্য।

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং ৪৮.০০.০০০০.০০২.১০.২৬২৪.২০১৭.৭৭২ তারিখ ১৯ জুন ২০১৭ বিবেচ্য।

"..

....

০২) মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগ, ভর্তি ও PRL সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের বিষয়টি তরান্বিত করার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত নির্দেশনাবলী জারী করা হলোঃ

ক) কোন মুক্তিযোদ্ধার নাম লাল মুক্তিবার্তা অথবা ভারতীয় তালিকায় থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের website (www.molwa.gov.bd) : এ প্রকাশিত লালমুক্তিবার্তা অথবা ভারতীয় তালিকার সাথে তা মিলিয়ে নেবে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর আবেদনে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানার সাথে আবেদনকারীর উপস্থাপিত লাল মুক্তিবার্তা কিংবা ভারতীয় তালিকা কিংবা উপস্থাপিত উভয় তালিকার সাথে website-এ প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা সঠিক পাওয়া গেলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে এক্ষেত্রে তাঁর বয়স ৩০.১১.১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কিংবা তার পূর্বে কমপক্ষে ১৩ বছর হতে হবে।

....

খ) কোন মুক্তিযোদ্ধার নাম ভারতীয় তালিকা কিংবা লাল মুক্তিবার্তায় না থাকা সত্ত্বেও যদি তাঁর অনুকূলে

i) গেজেট ও সাময়িক সনদ কিংবা

ii) গেজেট ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিস্বাক্ষরিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ (বামুস) কিংবা

iii) গেজেট, সাময়িক সনদ ও বামুস সনদ থাকে

তবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত গেজেট, সাময়িক সনদ/বামুস সনদ এর সাথে তা মিলিয়ে নেবে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর আবেদনে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানার সাথে আবেদনকারীর উপস্থাপিত গেজেট ও সাময়িক

	সনদ/গেজেট ও বামুস সনদ/গেজেট ও সাময়িক সনদ ও বামুস সনদ এর সাথে website-এ প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা সঠিক পাওয়া গেলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে এক্ষেত্রে তাঁর বয়স ৩০.১১.১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কিংবা তার পূর্বে কমপক্ষে ১৩ বছর হতে হবে। ..... গ) কোন মুক্তিযোদ্ধার নাম লালমুক্তিবার্তা/ভারতীয় তালিকায় নেই, কিন্তু তাঁর অনুকূলে শুধুমাত্র i) গেজেট কিংবা ii) সাময়িক সনদ কিংবা iii) বামুস সনদ কিংবা iv) সাময়িক সনদ ও বামুস সনদ থাকলেও তাঁকে নিয়োগ করা যাবে না তবে তাঁর নাম গেজেটসহ উপরিউক্ত (গ) এর (ii), (iii), (iv) এর যে কোন একটি প্রমাণক থাকলে অনুচ্ছেদ ২ (খ) মোতাবেক অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করা যাবে। ঘ) ..... ঙ) অনুচ্ছেদ ২ এর ক, খ, গ ও ঘ এ বর্ণিত নির্দেশনার বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সে বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে মতামত/প্রত্যয়ন গ্রহণ করা যেতে পারে। ..... মূলকপি ও সত্যায়িত ফটোকপি এবং যথাযথ ওয়ারিশ সনদসহ উপযুক্ত প্রমাণপত্র সাক্ষাৎকারের সময় জমা দিতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তিকৃত আবেদনকারীদের প্রদত্ত সনদপত্রের কপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।
(খ)	ওয়ার্ড কোটাঃ (WQ)
	এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত এবং যে কোন প্রকার ছুটিতে থাকা (পিআরএলসহ) শিক্ষক/অফিসার/কর্মচারীদের সন্তান (পোষ্য ছাড়া) এবং স্বামী/স্ত্রীকে ওয়ার্ড হিসেবে গন্য করা হবে। চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক/অফিসার/কর্মচারীদের সন্তান বা স্বামী/স্ত্রীকে উক্ত মৃত্যুবরণকারীর চাকুরীর বয়সসীমা পর্যন্ত ওয়ার্ড হিসেবে গন্য করা হবে। এ কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এ পর্যায়ের আবেদনকারীদের তাদের পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী যে বিভাগ/অফিস/ইনস্টিটিউটে কর্মরত আছেন সে বিভাগীয় সভাপতি/অফিস প্রধান/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের নিকট হতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে।
(গ)	নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটাঃ (TQ)
	এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীকে তারা কোন্ নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি)/জাতিগোষ্ঠীর অধিবাসী তা তাদের স্ব স্ব সার্কেল চীফ/জেলা প্রশাসক এর নিকট থেকে সনদপত্র সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের সময় জমা দিতে হবে। অনগ্রসর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির আবেদনকারীরাও এ কোটায় আবেদন করতে পারবে। এ কোটায় অনুষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য নৃ-গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

Sadar Uddin/I:Drive All doc. admission 2020-21

	নৃ-গোষ্ঠী কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদের কপি স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।
(ঘ)	**অ-উপজাতি কোটাঃ (NTQ)** পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালীরা এ কোটায় অন্তর্ভূক্ত হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের পার্বত্য জেলায় অবস্থিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তাদের স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সনদপত্র গ্রহণ করে তা অবশ্যই সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে।
	অ-উপজাতি কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত অ-উপজাতি সনদের কপি স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।
(ঙ)	**বিকেএসপি কোটাঃ (BKSPQ)**
	এ কোটায় শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আবেদনকারীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এ কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্রের কপি সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে।
	বিকেএসপি কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদের কপি বিকেএসপি অফিস থেকে যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।
(চ)	**অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটাঃ (SEGQ)**
	চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন জাতিগোষ্ঠি ব্যতিরেকে অনগ্রসর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি যারা বাঙালী নয় তারা এ কোটায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদেরকে তারা কোন্ জাতিগোষ্ঠীর অধিবাসী তা তাদের স্ব স্ব সার্কেল চীফ/জেলা প্রশাসক এর নিকট থেকে সনদপত্র সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে। কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির জন্য এ কোটায় আবেদন করা যাবে। এ কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদের কপি যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।
(ছ)	**শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটাঃ (দৃষ্টি/বাক/শ্রবণ) (PCQ)**
	এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঠিকতার সনদপত্র জমা দেয়ার পর যাচাই/বাছাই সাপেক্ষে স্ব স্ব ইউনিট কর্তৃক ভর্তি যোগ্য আবেদনকারীদের মেধাতালিকা তৈরী করা হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে না। যাদের (i) ২০১৮ সালের নিয়মিত মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০২০ সালের নিয়মিত উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ মোট জিপিএ ৫.২৫ আছে অথবা (ii) ২০১৮ সালের নিয়মিত জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড, ৩টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে 'ডি'/সমমান গ্রেড এবং ২০২০ সালের নিয়মিত জিসিই 'এ' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড, ১টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে 'ডি'/সমমান গ্রেড আছে তাদেরকে মেধাক্রমানুসারে মেডিকেল টিম এর যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সরাসরি ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হবে। তবে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীর সংখ্যা নির্ধারিত আসন সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে

	মেধাক্রমানুসারে যোগ্য আবেদনকারী নির্বাচন করা হবে। কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত গণিত/পরিসংখ্যান বিভাগ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও আইন অনুষদের অন্তর্গত বিভাগে ভর্তির জন্য এ কোটায় আবেদন করা যাবে।
(জ)	**পেশাদার খেলোয়াড় কোটাঃ (PPQ)**
	এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের জাতীয় দল/ঢাকা কেন্দ্রীক শীর্ষস্থানীয় লীগের (যেমন: প্রিমিয়ার ডিভিশন লীগ, বি লীগ, প্রফেশনাল লীগ) খেলোয়াড় হতে হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের নিম্নেবর্ণিত প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবেঃ ১. সংশ্লিষ্ট খেলার জাতীয় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক খেলায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র। ২. সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের ফেডারেশন প্রদত্ত খেলোয়াড় রেজিষ্টেশন কার্ড/পরিচয় পত্র। ৩. সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উক্ত ক্লাবের খেলোয়াড় সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে ব্যবহারিক পরীক্ষার পূর্বে উল্লিখিত প্রত্যয়নপত্রসমূহ যাচাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে জমা দিতে হবে। এ কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের কপি যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন। এ কোটায় শুধুমাত্র শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ভর্তির জন্য আবেদনকারীরা আবেদন করতে পারবে।
(ঝ)	**দলিত জনগোষ্ঠী কোটাঃ (DQ)**
	সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের স্বীকার জনগোষ্ঠী যারা অবহেলিত ও অনগ্রসর [যেমনঃ জলদাস, ধোপা, নাপিত, হাজাম, হরিজন (মেথর, ডোম ইত্যাদি), বেদে, হিজড়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠী] তারা এ কোটার অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদেরকে তারা কোন্ জনগোষ্ঠীর অধিবাসী তা তাদের স্ব স্ব সার্কেল চীফ/জেলা প্রশাসক/স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি এর নিকট থেকে সনদপত্র অথবা সমাজসেবা অধিদপ্তর এর প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে। এ কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদপত্রের কপি যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।
	বি.দ্রঃ কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের নির্বাচন মাননীয় সভাপতি, ভর্তি কমিটি, চ.বি. এর সভাপতিত্বে "২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি (Core Committee)"-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।
২২.	**ভর্তির সাধারণ নিয়মাবলীঃ**
২২.১	**(ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) :** ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদেরকে নিম্নে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে।
(ক)	ফলাফল প্রকাশের ভিত্তিতে সাধারণ ও কোটার আসনে উত্তীর্ণ বা ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের অনলাইনে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট পছন্দক্রমঃ (Choice List) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পূরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ইহা পূরণ না করলে প্রার্থীতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(খ)	১ম পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর মনোনয়ন প্রাপ্তদের মূল সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, "অনুষদ উন্নয়ন ফি" ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ও "শিক্ষা সহায়ক ফি" ৩০০০/-(তিন হাজার) টাকা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে জমা দিতে হবে। (সংশ্লিষ্ট ইউনিট ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের জ্ঞাতার্থে চ. বি. ওয়েব সাইটে নোটিশ দিবেন)
(গ)	আবেদনকারীদের বিষয় পছন্দক্রমঃ অনুযায়ী ২য়, ৩য়, ৪র্থ.....(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইগ্রেশন চলমান থাকবে। এক্ষেত্রে কোন মাইগ্রেশন ফি প্রযোজ্য হবে না। তবে কোন ভর্তিচ্ছু আবেদনকারী যে কোন পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন পেয়ে পরবর্তী পর্যায়ের স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ায় নতুন প্রাপ্ত বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট পেতে অনিচ্ছুক হলে তাকে সংশ্লিষ্ট ইউনিট কো-অর্ডিনেটর বরাবর স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন বন্ধ (Stop Auto Migration) করার আবেদন করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ের স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ায় বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের ন্যূনতম ২ (দুই) কর্মদিবস পূর্বে আবেদনে সংশ্লিষ্ট ইউনিট কো-অর্ডিনেটরের সম্মতি/অনুমতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে আইসিটি সেল বা হেল্প ডেস্কে যোগাযোগপূর্বক স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন বন্ধ (Stop Auto Migration) নিশ্চিত করতে হবে।
(ঘ)	এভাবে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম .....(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর নতুনভাবে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের মূল সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, "অনুষদ উন্নয়ন" ও "শিক্ষা সহায়ক" ফি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে জমা দিতে হবে। (সংশ্লিষ্ট ইউনিট ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের জ্ঞাতার্থে চ.বি ওয়েবসাইটে নোটিশ দিবেন) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন আবেদনকারী উল্লিখিত কাগজপত্র ও ফি জমা না দিলে (যে কোন কারণেই হোক না কেন) পরবর্তীতে তার বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন আর বিবেচনা করা হবে না।
(ঙ)	উল্লেখ্য, ব্যবহারিক পরীক্ষা রয়েছে এমন সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউট-এর ব্যবহারিক পরীক্ষা কার্যক্রম শেষে উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর উক্ত মনোনয়ন প্রাপ্ত আবেদনকারীদের উপরোক্ত 'খ'/'গ'/'ঘ' নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।
(চ)	প্রাথমিকভাবে ভর্তির জন্য নির্বাচিত ভর্তিচ্ছু কোন আবেদনকারী ইউনিট পরিবর্তন করতে চাইলে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। সেক্ষেত্রে তার পূর্বে ভর্তিকৃত ইউনিটে "অনুষদ উন্নয়ন" ও "শিক্ষা সহায়ক" ফি বাবদ যে অর্থ পরিশোধ করেছে তা অফেরতযোগ্য। যথাযথভাবে আবেদন পাবার পর সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে মূল সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফেরত দেয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে পরিবর্তিত ইউনিটে ভর্তির সময় নিয়মানুযায়ী "অনুষদ উন্নয়ন" ও "শিক্ষা সহায়ক" ফি পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন ইউনিট পরিবর্তন ফি প্রযোজ্য হবে না।
(ছ)	সকল কোটায় উত্তীর্ণ ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদেরকে উপরোক্ত ২২.১ (ক থেকে চ)-এ বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে। (কোটায় ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের জ্ঞাতার্থে চ.বি. ওয়েবসাইটে যথাসময়ে নোটিশ ইস্যু করা হবে)

২২.২	(চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) : ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদেরকে নিম্নে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
(ক)	ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদেরকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে Student Information Form (SIF) পূরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ইহা পূরণ না করলে প্রার্থীতা বাতিল বলে গণ্য হবে। SIF পূরণ এর সময় Student ID স্বয়ংক্রিয়ভাবে Generate হবে। SIF পূরণ এর পর SIF ও ব্যাংক রশিদ ডাউনলোড করে প্রিন্ট নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিট ভর্তি কমিটির কো-অর্ডিনেটর কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্বাচিত আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস হতে ভর্তির মূল ফরম সংগ্রহ করতে হবে।
(খ)	যথাযথভাবে পূরণকৃত মূল ভর্তি ফরমটি এবং Student Information Form (SIF) ও ব্যাংক রশিদ এর একটি করে Hard Copy সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিসে জমা দিতে হবে। স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর Student Information Form (SIF) ও ব্যাংক রশিদ এর ফটোকপি সংরক্ষণ করবেন।
(গ)	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ধার্য্যকৃত ভর্তি ফিস অগ্রণী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভর্তি ফিস জমা দেয়ার ব্যাংক রসিদ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে তার ফলাফল পেইজ থেকে ডাউনলোড করতে হবে।
(ঘ)	ব্যাংকে ফিস জমা দেয়ার প্রমাণ স্বরূপ জমাকৃত ব্যাংক রসিদের একটি ফটোকপি/অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিসে সর্বশেষে জমা দিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
	বি.দ্রঃ (১) কোন আবেদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ব্যাংকে ভর্তি ফিস জমা না দিলে ; (যে কোন কারণেই হোক না কেন) পরবর্তীতে তার ভর্তির বিষয়টি আর বিবেচনা করা হবে না। (২) ভর্তি ফিস ব্যাংকে জমা দেয়ার পর ব্যাংক রসিদের একটি ফটোকপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিসে জমা দিলেই সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবে। ভর্তি ফিস ব্যাংকে জমা দেয়ার পরদিন বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিসে ব্যাংক রসিদের ফটোকপি জমা না দিলে তার ভর্তি বাতিল বলে গন্য হবে। (৩) যে কোন ফিস জমা দেওয়ার নির্ধারিত শেষ তারিখের দিন কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস বা অগ্রণী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বন্ধ থাকলে অথবা অফিস বা ব্যাংকে কাজ না চললে সেক্ষেত্রে অব্যবহিত পরবর্তী কর্মদিবসই সংশ্লিষ্ট ফিস জমা দেয়ার শেষ সময় হিসেবে গন্য হবে।
২২.৩	ইউনিট অফিস ভর্তির জন্য আবেদনকারী নির্বাচন করে নির্বাচিত তালিকা ও নির্বাচিত আবেদনকারীদের ছবিসহ প্রবেশপত্রের কপি সংশ্লিষ্ট অনুষদ/বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিসে প্রেরণ করবেন। আবেদনকারীরা ভর্তি ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিসে জমা দেয়ার পর ভর্তি ফরমের সঙ্গে প্রদত্ত ছবির সঙ্গে প্রবেশপত্রের সাথে ইউনিট অফিস থেকে প্রেরিত ছবি মিলিয়ে নিয়ে সঠিক বলে নিশ্চিত হওয়ার পর বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালক ভর্তি ফিস জমা দেয়ার ব্যাংক রসিদে স্বাক্ষর করবেন।
২২.৪	কোন আবেদনকারীকে ভর্তির ক্ষেত্রে একাধিকবার ভর্তি ফিস জমা দিতে হবে না। তবে যে সকল আবেদনকারীর ক্ষেত্রে একবার ভর্তি ফিস জমা দেয়ার পর বিভাগ/ইনস্টিটিউট পরিবর্তন হবে সে সকল আবেদনকারীকে নতুনভাবে মনোনীত স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির সময়ে অতিরিক্ত ভর্তি ফিস (প্রযোজ্য

	হলে) জমা দিতে হবে।
২৩.	**ভর্তি বাতিল এবং দ্বৈত ভর্তি সম্পর্কিত নিয়মঃ**
২৩.১	**ভর্তি প্রত্যাহার/বাতিলের নিয়মঃ**
(ক)	কোন আবেদনকারী চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে প্রাথমিকভাবে ভর্তি হয়ে যে কোন কারণে স্ব স্ব ইউনিটের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের ন্যূনতম ০২ (দুই) কর্মদিবস পূর্বে স্বেচ্ছায় ভর্তি বাতিল/প্রত্যাহার করতে চাইলে তাকে সংশ্লিষ্ট ইউনিট কো-অর্ডিনেটর বরাবর দরখাস্ত লিখে ভর্তি বাতিল/প্রত্যাহার ফিস রেজিস্ট্রার, চ.বি. এর অনুকূলে অগ্রণী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে সংগৃহীত **অফেরতযোগ্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার পে-অর্ডারসহ** দরখাস্তটি ইউনিট ভর্তি কমিটির কো-অর্ডিনেটর এর অফিসে জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে ভর্তি বাতিল/প্রত্যাহার করতে হবে।
(খ)	কোন আবেদনকারী স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে প্রাথমিক/চূড়ান্ত ভর্তি শেষে চলতি শিক্ষাবর্ষে স্ব স্ব ইউনিটে ভর্তির সর্বশেষ সময় শেষ হওয়ার পর বা স্ব স্ব ইউনিটের চূড়ান্ত পর্যায়ের বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর বা পরবর্তীকালে যে কোন সময় যে কোন কারণে স্বেচ্ছায় ভর্তি বাতিল করতে চাইলে তাকে ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক), রেজিস্ট্রার দপ্তর, চ.বি. বরাবর দরখাস্ত লিখে তাতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের সুপারিশ ও সংশ্লিষ্ট ইউনিট ভর্তি কমিটির কো-অর্ডিনেটর এর অনুমতি নিয়ে ভর্তি বাতিল ফিস রেজিস্ট্রার, চ.বি. এর অনুকূলে অগ্রণী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে সংগৃহীত **অফেরতযোগ্য ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকার পে-অর্ডারসহ** দরখাস্তটি রেজিস্ট্রার দপ্তরের একাডেমিক শাখায় জমা দিয়ে ভর্তি বাতিল করতে হবে।
২৩.২	**দ্বৈত ভর্তি সম্পর্কিত নিয়মঃ**
(ক)	বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী একাধিক বিষয় বা একাধিক কোর্সে ভর্তি হওয়া শাস্তিমূলক অপরাধ।
(খ)	কোন আবেদনকারী অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন কোর্সে ভর্তি হওয়ার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে তাকে পূর্বে ভর্তিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি প্রত্যাহার করে ভর্তি প্রত্যাহারের চিঠি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় ভর্তি ফরমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউটে জমা দিতে হবে। সময় স্বল্পতার কারণে বা যে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে কোন আবেদনকারী ভর্তির সময় ভর্তি প্রত্যাহারের চিঠি জমা দিতে অপরাগ হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফিস জমা দেয়ার তারিখ হতে এক মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি প্রত্যাহার করে ভর্তি প্রত্যাহারের চিঠি বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার দপ্তরের একাডেমিক শাখায় অবশ্যই জমা দিতে হবে। উক্ত এক মাস সময়ের পর কোন আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দ্বৈত ভর্তির অভিযোগ পাওয়া গেলে তখন তার কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে তার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বাতিল করা হবে।
২৪.	**ভর্তির অন্যান্য নিয়মাবলীঃ**
(ক)	কোন আবেদনকারী মূল ভর্তি ফরম অথবা Student Information From (SIF)-এ কোন তথ্য গোপন করে বা মিথ্যা তথ্য বা ভূয়া তথ্য প্রদান করে বা জাল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টের মাধ্যমে ভর্তি হলে সেই আবেদনকারীর ভর্তি বাতিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
(খ)	কোন ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটে কোন কাটাকাটি থাকলে বা ওভার রাইটিং করলে বা যে কোন প্রকার জিপি/জিপিএ বা পরীক্ষা পাশের বছর বা আবেদনকারীর নাম বা বিবরণ বা তথ্য বসিয়েছেন মনে হলে বা

	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা সার্টিফিকেট দেখে সন্দেহ হলে সেই একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে কোন আবেদনকারীকে ভর্তি করা হবে না।
(গ)	আবেদনকারীদের ভর্তি ফিস জমা দেয়ার জন্য ব্যাংক রসিদ Endorse করার সময় এবং ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষা দু'টির সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত দেয়া যাবে না। কোন আবেদনকারী নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পূর্বে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত নিতে চাইলে তাকে আগে পূর্বে বর্ণিত ২৩.১ (ক)/(খ) নিয়মে ভর্তি বাতিল করতে হবে। তবে ভর্তির সর্বশেষ তারিখের ৬০ (ষাট) দিন পর উক্ত একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত দেয়া যাবে। স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এর ফটোকপি সংরক্ষণ করবেন।
	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হটলাইন: (সকাল ৯:০০ টা থেকে বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত) **একাডেমিক শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর, চ.বি.: 01555555158, 01556570088** **টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : 01556570077** E-mail: admission@cu.ac.bd **বিস্তারিত তথ্যাদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে** (https://admission.cu.ac.bd) **পাওয়া যাবে।**

২৫. **ভর্তির বিভাগ/ইনস্টিটিউট/বিষয় নির্বাচন তালিকা প্রকাশঃ**

চূড়ান্ত পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনস্টিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পরপরই নিম্নে বর্ণিত ছক-১ অনুযায়ী সকল তথ্য পূরণপূর্বক বিভাগ/ইনস্টিটিউট ওয়ারী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ভর্তিচ্ছুদের নামের তালিকা প্রস্তুত করে ইহা সংশ্লিষ্ট ডিন, বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও অগ্রণী ব্যাংক, চ.বি. শাখায় সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস থেকে প্রেরণ করা হবে।

চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ভর্তিচ্ছুদের নামের তালিকা বিবরণী (ছক-১)

বিভাগ/ইনস্টিটিউটের নামঃ

ক্রম: নং	আবেদনকারীর নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	ভর্তি পরীক্ষার রোল নং	ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর (MCQ)	মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) জিপিএ-এর বিভাগ	উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) জিপিএ-এর বিভাগ	ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মোট প্রাপ্ত নম্বর (১২০ /১৪০ /১৫০ নম্বরে)	ভর্তি পরীক্ষায় ভর্তিচ্ছু বিভাগ ভিত্তিক নির্ধারিত নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর	উচ্চ মাধ্যমিক/ সমমান পরীক্ষায় ভর্তিচ্ছু বিভাগ ভিত্তিক নির্ধারিত নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড	মন্তব্য

এই তালিকা প্রণয়নে আইসিটি সেল, চ.বি. সংশ্লিষ্ট ইউনিট কার্যালয়-কে সহযোগিতা করবেন।

পরবর্তীতে বিভাগ/ইনস্টিটিউট ওয়ারী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ভর্তিচ্ছুদের নামের তালিকা ছক-১ অনুযায়ী উপাচার্য অফিস, উপ-উপাচার্য অফিস, হলের প্রভোষ্ট, হিসাব নিয়ামক অফিস ও একাডেমিক শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর-এ সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস থেকে প্রেরণ করতে হবে।

ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত তালিকায় যাদের নাম আছে বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালক শুধুমাত্র তাদেরকে ভর্তি ফরম সরবরাহ করবেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ওয়েবসাইট থেকে নির্বাচিত ভর্তিচ্ছুরা Student Information Form (SIF) ও ব্যাংক রসিদ ডাউনলোড করে ভর্তি ফরম পূরণপূর্বক ব্যাংক রসিদ, SIF ও ভর্তি ফরম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট অফিসে জমা দিবে। **ভর্তি ফরমের সাথে রেজিস্ট্রেশন আবেদন ফরম সরবরাহ করা যাবে না।** উল্লিখিত আবেদনকারীদের নাম চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত তালিকায় আছে তা নিশ্চিত হয়ে বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট অফিস ব্যাংক রসিদের চার অংশের প্রতি অংশে বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালক ভর্তি ফিস জমা দানের শেষ তারিখ উল্লেখ করে নিজের দস্তখত, তারিখ ও সীল দিবেন। এরপর বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট অফিস নিম্নে উল্লিখিত নমুনা অনুসারে (ছক-২) ৩ (তিন) কপি তালিকা তৈরী করে তাতে বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের তারিখসহ স্বাক্ষর নিয়ে ব্যাংক রসিদগুলো স্ব স্ব অনুষদের ডিনের মাধ্যমে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট ইউনিট কো-অর্ডিনেটর এর অফিসে প্রেরণ করবেন। ইউনিট অফিস ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত তালিকার সঙ্গে যাচাই করে সঠিক পেলে ব্যাংক রসিদের প্রতিটি অংশে ইউনিট ভর্তি কমিটির কো-অর্ডিনেটর এর সীল, তারিখসহ দস্তখত নিয়ে অগ্রণী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় পাঠাবেন। কোন অবস্থায় তা আবেদনকারীকে বা তাদের অভিভাবককে দেয়া যাবে না। আবেদনকারীদের জ্ঞাতার্থে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকার (ছক-২) এক কপি বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট অফিসের নোটিশ বোর্ডে লাগিয়ে অপর কপি স্ব স্ব অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য বিবরণী (ছক-২)

বিভাগ/ইনস্টিটিউটের নাম : .....

অনুষদের নাম : ..... ইউনিট.....

ব্যাংকে তালিকা প্রেরণের তারিখ : .....

ক্রম: নং	আবেদনকারীর নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	Student ID	ভর্তি পরীক্ষার রোল নং	কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ব্যাংক রসিদ নম্বর	ভর্তি ফিস জমা দানের তারিখ	মন্তব্য

প্রতিস্বাক্ষরঃ ডিন, সংশ্লিষ্ট অনুষদ .....

বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের

স্বাক্ষর, তারিখ ও অফিস সীল

আবেদনকারীরা ভর্তি ফিস জমা দেয়ার পরদিনই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংক রসিদের এক অংশ স্ব স্ব বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট অফিসে এবং অপর একটি অংশ হিসাব নিয়ামক অফিসে প্রেরণ করবেন। এরপর বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস ব্যাংক রসিদটি আবেদনকারীদের ভর্তি ফরমের সঙ্গে যুক্ত করে দিবেন। হিসাব নিয়ামক অফিস ব্যাংক রসিদগুলো পাওয়ার পর ইউনিট অফিস থেকে প্রাপ্ত ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন। কোন গড়মিল পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট অফিস তা উল্লেখ করে স্ব স্ব ইউনিট কো-অর্ডিনেটর, বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং একাডেমিক শাখাকে অবহিত করবেন।

বি: দ্র: ছক-১ ও ছক-২ এর তথ্য বিবরণী তৈরীর ক্ষেত্রে বাংলা Uni-Code ফন্টে Microsoft Excel বা স্প্রেডশীট (XLSX) ব্যবহার করতে হবে। Microsoft Word Doc File -এ SutonyMJ ফন্ট অর্থাৎ ASCII Code ফন্ট গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৬. **ভর্তি ফরম ও রেজিস্ট্রেশন আবেদন ফরম প্রসেসিং সংক্রান্ত নিয়মাবলীঃ**

i. **ভর্তি ফরম প্রসেসিং:** ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ফরম ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি যাচাই-বাছাই ও বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের সীলসহ দস্তখতের পর স্ব স্ব বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট অফিস সকল ফরম সংশ্লিষ্ট অনুষদ অফিসে হল সংযুক্তিকরণের নিমিত্ত প্রেরণ করবেন। হলের নাম সংযুক্তিকরণের পর সংশ্লিষ্ট ডিন ভর্তি ফরমে সীলসহ দস্তখত করবেন। হলের নাম সংযুক্তিকরণের পর অনুষদ অফিস সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসের মাধ্যমে পুনরায় স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ভর্তি ফরম ফেরত পাঠাবেন। এরপর স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস ভর্তি ফরমসমূহ সংশ্লিষ্ট হল অফিসে প্রেরণ করবেন। হলের প্রভোষ্ট তা যাচাই-বাছাই করে উল্লিখিত ফরমের স্থানে সীলসহ দস্তখত করবেন এবং যতদ্রুত সম্ভব ভর্তি ফরমসমূহ হিসাব নিয়ামক অফিসে প্রেরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। হিসাবে নিয়ামক অফিসের প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার পর হিসাব নিয়ামক, চ.বি. যতদ্রুত সম্ভব ভর্তি ফরমসমূহ একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস সকল ছাত্র-ছাত্রীর Student Information Form (SIF), ব্যাংক রশিদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় অন্যান্য ডুকুমেন্ট এর ফটোকপি সংরক্ষণ করবেন।

ii. **রেজিস্ট্রেশন আবেদন ফরম প্রসেসিং:** ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের হল সংযুক্তি নিশ্চিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীকে রেজিস্ট্রেশন আবেদন ফরম স্ব স্ব বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট অফিস সরবরাহ করবেন। সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী উক্ত রেজিস্ট্রেশন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে স্ব স্ব বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট অফিসে জমা দিবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট অফিস তা যাচাই-বাছাই করে বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিটিউটের পরিচালক উক্ত ফরমে

	সীলসহ দস্তখত করবেন। অত:পর স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস রেজিস্ট্রেশন আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট হলে প্রেরণ করবেন। হলের প্রভোষ্ট তা যাচাই-বাছাই করে উল্লিখিত ফরমটির যথাস্থানে সীলসহ দস্তখত করবেন এবং যতদ্রুত সম্ভব রেজিস্ট্রেশন আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিসে ফেরত পাঠাবেন। অতঃপর স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস ভর্তিকৃত সকল ছাত্র-ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন আবেদন ফরম যত দ্রুত সম্ভব একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
২৭.	**২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর আই.ডি কার্ড ইস্যুর পূর্বে করণীয় :**
	২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সর্বশেষ সময় শেষ হবার পর হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত তথ্য সম্বলিত ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর একটি তালিকা স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউট অফিস তৈরী করে সংশ্লিষ্ট অনুষদে প্রেরণ করবেন। অনুষদ কর্তৃক হলের নাম বরাদ্দ করার পর পুনরায় তা বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ফেরত পাঠাতে হবে।

তালিকা প্রেরণের নমুনা

University of Chittagong

First Year .....

Department/Institute of .....

List of the Students : Session : 2020-2021

Sl. No	ID No	Student's Name (According to SSC Certificate)	Father's Name	Mother's Name	Admission Test Roll No	Hall	Remarks
1							

Signature & Seal
Dean, Respective Faculty

Signature & Seal
Chairman/Director

N.B. 1) All data Should be written in English.

2) Column of Hall Name will be filled up by the respective Dean Office.

ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা একটি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি স্ক্যান করে (Web URL: cu.ac.bd/csd) ওয়েবসাইটে স্ব স্ব বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত ID & Password ব্যবহারপূর্বক প্রবেশ করে স্ব স্ব তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) Input/Update করবে। এরপর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালক নিজ নিজ User name & Password ব্যবহারপূর্বক সকল ছাত্র-ছাত্রীর যাবতীয় তথ্য verify করে সঠিক হলে নির্ধারিত স্থানে "Verified" option নির্বাচন করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে পূর্বের ন্যায় নির্ধারিত স্থানে "Verified" option নির্বাচন করবেন। ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সর্বশেষ সময় শেষ হবার পর হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ভর্তির সর্বশেষ সময় শেষ হবার পর হতে ০১ (এক) মাসের মধ্যে যাবতীয় তথ্যের প্রিন্টকৃত কপিটি (স্বাক্ষর ও সীলসহ) বিভাগীয় সভাপতি/ইনস্টিটিউটের পরিচালক সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন এর মাধ্যমে একাডেমিক শাখায় প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১

ছাত্র-ছাত্রীদের আই.ডি নম্বর দেয়ার নিয়মঃ উদাহারণঃ 21101001

21-শিক্ষাবর্ষ এ সংখ্যাটি সকল অনুষদের জন্য প্রযোজ্য।

1-অনুষদ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

01-বিভাগ/ইনস্টিটিউট (অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে)

001-ক্রমিক নম্বর।

কলা ও মানববিদ্যা অনুষদঃ

বাংলা	21101001	ইসলামিক স্টাডিজ	21110001
ইংরেজি	21102001	নাট্যকলা	21111001
ইতিহাস	21103001	ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য	21112001
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	21104001	আইইআর	21113001
দর্শন	21105001	আইএমএল	21114001
চারুকলা ইনস্টিটিউট	21106001	সংস্কৃত	21115001
আরবি	21107001	সংগীত	21116001
পালি	21108001	বাংলাদেশ স্টাডিজ	21117001

বিজ্ঞান অনুষদঃ

পদার্থ বিদ্যা	21201001	ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস	21208001
রসায়ন	21202001	ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল	21209001
গণিত	21203001		
পরিসংখ্যান	21204001		

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদঃ

একাউন্টিং	21301001	মার্কেটিং	21304001
ম্যানেজমেন্ট	21302001	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট	21305001
ফাইন্যান্স	21303001	ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স	21306001

সমাজ বিজ্ঞান অনুষদঃ

অর্থনীতি	21401001	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	21406001
রাজনীতি বিজ্ঞান	21402001	যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা	21407001
সমাজতত্ত্ব	21403001	ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ	21408001
লোক প্রশাসন	21404001	ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স	21409001
নৃ-বিজ্ঞান	21405001		

আইন অনুষদঃ

আইন	21501001

জীববিজ্ঞান অনুষদঃ

প্রাণিবিদ্যা	21601001	মৃত্তিকা বিজ্ঞান	21606001
উদ্ভিদবিজ্ঞান	21602001	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি	21607001
ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	21603001	মনোবিজ্ঞান	21608001
প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান	21604001	ফার্মেসী	21609001
মাইক্রোবায়োলজী	21605001		

ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদঃ

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	21701001
ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	21702001

শিক্ষা অনুষদঃ

ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স	21801001

মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদঃ

ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস	21901001	ফিশারিজ	21903001
ওশানোগ্রাফি	21902001		

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে অনুষদ/বিভাগ/ইনস্টিটিউট ভিত্তিক ভর্তির আসন সংখ্যা :

কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ:

বিভাগ/ইনস্টিটিউট	সাধারণ আসন	নৃ-গোষ্ঠী	অ-উপজাতি	ওয়ার্ড	মুক্তিযোদ্ধা	অন্যান্য কোটা
বাংলা	১১০	০২	০১	০৪	১১	ক) শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা-৭টি খ) অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটা-১টি গ) বিকেএসপি কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) ঘ) দলিত জনগোষ্ঠী কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) ঙ) বিদেশী আবেদনকারীর জন্য প্রতি বিভাগে ২টি করে আসন সংরক্ষিত।
ইংরেজি	১১০	০২	০১	০৪	১১	
ইতিহাস	১২০	০২	০১	০৪	১১	
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	১২০	০২	০১	০৪	১২	
দর্শন	১২০	০২	০১	০৪	১১	
চারুকলা ইনস্টিটিউট	৬০	০২	০১	০৪	০৪	
আরবি	১২০	০২	০১	০৪	১০	
ইসলামিক স্টাডিজ	১২০	০২	০১	০৪	০৯	
পালি	৮৫	০২	০১	০৩	০৪	
সংস্কৃত	৭০	০২	০১	০১	০৩	
নাট্যকলা	৩৫	০১	০১	০১	০২	
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য	৫০	০১	০১	০১	০২	
আইইআর (বি.এড) (মানবিক/ গার্হস্থ্য অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞান শাখা ৪০টি, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ৪০ টি এবং বিজ্ঞান শাখা ২৫টি)	১০৫	মানবিক-০১ বিজ্ঞান-০১	মানবিক-০১	মানবিক-০২ ব্যবসায়-০২ বিজ্ঞান-০১	মানবিক-০৫ ব্যবসায়-০৫ বিজ্ঞান-০৩	
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট	৪১	০১	০১	০১	০২	
সংগীত	৩০	০১	০১	০১	০২	
বাংলাদেশ স্টাডিজ	৫০	০১	--	০২	০২	
মোট	১৩৪৬	২৭	১৫	৪৭	১০৯	

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১.	নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটায় অনুষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের প্রাধান্য দিতে হবে।
২.	ওয়ার্ড কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
৩.	নাট্যকলা বিভাগে ১৮টি আসনে ছাত্র এবং ১৭টি আসনে ছাত্রী ভর্তি করা হবে; তবে আবেদনকারীর অনুপাতের তারতম্য হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের আসন ছাত্রী দ্বারা এবং ছাত্রীর আসন ছাত্র দ্বারা মেধাক্রমানুসারে পূরণ করা যাবে।

বিজ্ঞান অনুষদ :

বিভাগ/বিষয়	সাধারণ আসন	নৃ-গোষ্ঠী	অ-উপজাতি	ওয়ার্ড	মুক্তিযোদ্ধা	অন্যান্য কোটা
পদার্থবিদ্যা	১১০	০২	০১	০৪	১১	ক) শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা-১টি (গণিত/পরিসংখ্যান বিভাগের জন্য) খ) বিকেএসপি কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) গ) দলিত জনগোষ্ঠী কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) ঘ) বিদেশী আবেদনকারীর জন্য প্রতি বিভাগে ২টি করে আসন সংরক্ষিত। (বিদেশী আবেদনকারীর জন্য ফরেস্ট্রি বিষয়ে ৩টি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে ০২টি আসন সংরক্ষিত।)
রসায়ন	১১০	০২	০১	০৪	১১	
গণিত	১১০	০২	০১	০৪	১১	
পরিসংখ্যান	১১০	০২	০১	০৪	১১	
ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল	৩০	০১	০১	০২	০৩	
ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সস:						
ফরেস্ট্রি	৪০	০১	০১	০৩	০৫	
পরিবেশ বিজ্ঞান	৩৫	০১	-	০২	০৩	
মোট	৫৪৫	১১	০৬	২৩	৫৫	

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১.	নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটায় অনুষদ/ইনস্টিটিউটের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের প্রাধান্য দিতে হবে।
২.	ওয়ার্ড কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ:

বিভাগ		সাধারণ আসন	নৃ-গোষ্ঠী	অ-উপজাতি	ওয়ার্ড	মুক্তিযোদ্ধা	অন্যান্য কোটা
একাউন্টিং বিভাগ		১১০	০২	০১	০৪	১১	ক) শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা-২টি (বিজ্ঞান -০১, ব্যবসায় শিক্ষা-০১) খ) বিকেএসপি কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) গ) দলিত জনগোষ্ঠী কোটা প্রতি অনুষদে-১টি (বিজ্ঞান গ্রুপ) ঘ) বিদেশী আবেদনকারীর জন্য - ১২টি (বিজ্ঞান -০৩, ব্যবসায় শিক্ষা-০৮, মানবিক-০১)
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	৮৭						
মানবিক গ্রুপ	০৩						
বিজ্ঞান গ্রুপ	২০						
ম্যানেজমেন্ট বিভাগ		১১০	০২	০১	০৪	১১	
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	৬৫						
মানবিক গ্রুপ	০৫						
বিজ্ঞান গ্রুপ	৪০						
ফাইন্যান্স বিভাগ		১১০	০২	০১	০৪	১১	
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	৯৫						
মানবিক গ্রুপ	০৫						
বিজ্ঞান গ্রুপ	১০						
মার্কেটিং বিভাগ		১১০	০২	০১	০৪	১১	
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	৭৭						
মানবিক গ্রুপ	০৩						
বিজ্ঞান গ্রুপ	৩০						
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ		১০০	০২	০১	০৪	১১	
ব্যবসায় শিক্ষাগ্রুপ	৫০						
মানবিক গ্রুপ	০৩						
বিজ্ঞান গ্রুপ	৪৭						
ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ		১০০	০২	০১	০৪	১১	
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	৬৭						
মানবিক গ্রুপ	০৩						
বিজ্ঞান গ্রুপ	৩০						
মোট		৬৪০	১২	০৬	২৪	৬৬	
			ব্যবসাঃ ০৮ বিজ্ঞানঃ ০৩ মানবিকঃ০১	ব্যবসাঃ ০৪ বিজ্ঞানঃ ০২ মানবিকঃ ০০	ব্যবসাঃ ১৬ বিজ্ঞানঃ ০৭ মানবিকঃ ০১	ব্যবসাঃ ৪৬ বিজ্ঞানঃ ১৭ মানবিকঃ ০৩	

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১.	নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটায় অনুষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের প্রাধান্য দিতে হবে।
২.	ওয়ার্ড কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতিটি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ:

বিভাগ		সাধারণ আসন	নৃ-গোষ্ঠী	অ-উপজাতি	ওয়ার্ড	মুক্তিযোদ্ধা	অন্যান্য কোটা
অর্থনীতি		১৩২	০২	০১	০৪	১৩	ক) শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা-৮টি খ) অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটা-২টি গ) বিকেএসপি কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) ঘ) দলিত জনগোষ্ঠী কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) ঙ) বিদেশী আবেদনকারীর জন্য প্রতি বিভাগে ২টি করে আসন সংরক্ষিত।
মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৪০						
বিজ্ঞান গ্রুপ	৬৬						
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬						
রাজনীতি বিজ্ঞান		১৩২	০২	০১	০৪	১৩	
মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৫৩						
বিজ্ঞান গ্রুপ	৫৩						
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬						
সমাজতত্ত্ব		১৩২	০৪	০১	০৪	১৩	
মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৫৩						
বিজ্ঞান গ্রুপ	৫৩						
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬						
লোকপ্রশাসন		১৩২	০২	০১	০৪	১৩	
মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৫৩						
বিজ্ঞান গ্রুপ	৫৩						
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬						
নৃবিজ্ঞান		৮৫	১০	০১	০৪	০৬	
মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৩৪						
বিজ্ঞান গ্রুপ	৩৪						
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	১৭						
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক		৮৫	০১	০১	০২	০৫	
মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৩৪						
বিজ্ঞান গ্রুপ	৩৪						
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	১৭						

Sadar Uddin/F:Drive All doc. admission 2020-21

সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ:

বিভাগ		সাধারণ আসন	নৃগোষ্ঠী-	অ-উপজাতি	ওয়ার্ড	মুক্তিযোদ্ধা	অন্যান্য কোটা
যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা		৬০	০১	০১	০২	০৫	
মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	২৪						
বিজ্ঞান গ্রুপ	২৪						
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	১২						
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ		৩০	০১	--	০২	০২	
মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	১২						
বিজ্ঞান গ্রুপ	১২						
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	০৬						
ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স		৩০	০১	--	০২	০২	
মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	১২						
বিজ্ঞান গ্রুপ	১২						
ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	০৬						
মোট		৮১৮	২৪	০৭	২৮	৭২	

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১.	নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটায় অনুষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের প্রাধান্য দিতে হবে।
২.	ওয়ার্ড কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
৩.	সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত বিভাগসমূহে কোন গ্রুপের আসন খালি থাকলে অন্য গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা মেধাক্রমানুসারে খালি আসন পূরণ করা যাবে।

আইন অনুষদ:

বিভাগ	সাধারণ আসন	নৃ-গোষ্ঠী	অ-উপজাতি	ওয়ার্ড	মুক্তিযোদ্ধা	অন্যান্য কোটা
আইন	১১৫	০২	০১	০৪	১১	ক) শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা-২টি খ) বিকেএসপি কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) গ) দলিত জনগোষ্ঠী কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) ঘ) বিদেশী আবেদনকারীর জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত।
মোট	১১৫	০২	০১	০৪	১১	

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১.	নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটায় অনুষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের প্রাধান্য দিতে হবে।
২.	ওয়ার্ড কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

জীববিজ্ঞান অনুষদ:

বিভাগ	সাধারণ আসন	নৃ-গোষ্ঠী	অ-উপজাতি	ওয়ার্ড	মুক্তিযোদ্ধা	অন্যান্য কোটা
প্রাণিবিদ্যা	১০০	০২	০১	০৪	০৯	ক) অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটা-২টি খ) বিকেএসপি কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) গ) দলিত জনগোষ্ঠী কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) ঘ) বিদেশী আবেদনকারীর জন্য প্রতি বিভাগে ২টি করে আসন সংরক্ষিত।
উদ্ভিদবিজ্ঞান	১০০	০২	০১	০৪	০৯	
ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	৫০ (বিজ্ঞান- ৪০ টি) (মানবিক-১০ টি)	০১ (বিজ্ঞান)	০১ (বিজ্ঞান)	০৩ (বিজ্ঞান-২টি) (মানবিক-১টি)	০৪ (বিজ্ঞান-৩টি) (মানবিক-১টি)	
প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান	৪০	০১	০১	০৩	০৪	
মাইক্রোবায়োলজি	৪০	০১	০১	০৩	০৪	
মৃত্তিকা বিজ্ঞান	৫০	০১	০১	০৩	০৪	
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি	৩৫	০১	০১	০২	০৩	
মনোবিজ্ঞান	৪০ (বিজ্ঞান-২২ টি) (মানবিক-১৮ টি)	০১ (বিজ্ঞান)	০১ (বিজ্ঞান)	০২ (বিজ্ঞান-১টি) (মানবিক-১টি)	০৩ (বিজ্ঞান-২টি) (মানবিক-১টি)	
ফার্মেসী	৩০	০১	০১	০২	০২	
মোট	৪৮৫	১১	৯	২৬	৪২	

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১.	নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটায় অনুষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের প্রাধান্য দিতে হবে।
২.	ওয়ার্ড কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ:

বিভাগ	সাধারণ আসন	নৃ-গোষ্ঠী	অ-উপজাতি	ওয়ার্ড	মুক্তিযোদ্ধা	অন্যান্য কোটা
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	৬৫	০১	০১	০২	০৬	ক) বিকেএসপি কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) খ) দলিত জনগোষ্ঠী কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) গ) বিদেশী আবেদনকারীর জন্য প্রতি বিভাগে ২টি করে আসন সংরক্ষিত।
ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৫৫	০১	০১	০২	০৫	
মোট	১২০	০২	০২	০৪	১১	

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১.	নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটায় অনুষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের প্রাধান্য দিতে হবে।
২.	ওয়ার্ড কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষা অনুষদ:

বিভাগ	সাধারণ আসন	নৃ-গোষ্ঠী	অ-উপজাতি	ওয়ার্ড	মুক্তিযোদ্ধা	অন্যান্য কোটা
ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স	৩০	০১	০১	০৪	০৩	ক) পেশাদার খেলোয়াড় কোটা ৫টি খ) বিকেএসপি কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) গ) দলিত জনগোষ্ঠী কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) ঘ) বিদেশী আবেদনকারীর জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১.	নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটায় অনুষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের প্রাধান্য দিতে হবে।
২.	ওয়ার্ড কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদঃ

বিভাগ/ইনস্টিটিউট	সাধারণ আসন	নৃ-গোষ্ঠী	অ-উপজাতি	ওয়ার্ড	মুক্তিযোদ্ধা	অন্যান্য কোটা
ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস	৪০	০২	০১	০৪	০৫	ক) বিকেএসপি কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) খ) দলিত জনগোষ্ঠী কোটা (প্রতি অনুষদে-১টি) গ) অনগ্রসর ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী কোটা - ১টি ঘ) বিদেশী আবেদনকারীর জন্য প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২টি করে আসন সংরক্ষিত।
ওশানোগ্রাফি	২৫	০১	০১	০১	০২	
ফিশারিজ	২৫	০১	০১	০১	০২	
মোট	৯০	০৪	০৩	০৬	০৯	

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ১.	নৃ-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটায় অনুষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য নৃ-গোষ্ঠীদের প্রাধান্য দিতে হবে।
২.	ওয়ার্ড কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

==========()==========